মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৫

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

الفصل الثانی

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

বাংলা

৩৫-[৩৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ খুৎবা খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি যে, যার আমানাতদারী নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়া’দা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দীনও নেই। (বায়হাক্বী-এর শু’আবুল ঈমান)[1]

English

Chapter - Section 2

Anas said:

God’s messenger seldom addressed us without saying, “He who is not trustworthy has no faith, and he who does not keep his covenant has no religion."

Baihaqi transmitted it in Shu'ab al-Iman.

ফুটনোট

[1] হাসান : আহমাদ ৩/১৩৫, সহীহুত্ তারগীব ৩০০৪, শু‘আবুল ঈমান ৪০৪৫।

আমি (আলবানী) বলছিঃ اَلسُّنَنُ الْكُبْرى (আসসুনানুল কুবরা)-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৮৮ নং পৃষ্ঠায় লেখক হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর লেখকের হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)-এর দিকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে

সীমাবদ্ধ থাকাটা ধারণা দেয় যে, হাদীসটি বায়হাক্বীর চেয়ে প্রসিদ্ধ এবং উঁচু স্তরের কেউ বর্ণনা করেনি। তবে বিষয়টি মোটেও এরূপ নয়। কারণ ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাদীসটি তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ১৩৫, ১৫৪, ২৫১ নং পৃষ্ঠায় এবং اَلسُّنَّةُ (আস্ সুন্নাহ) গ্রন্থের ৯৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু ‘আল্লামা যিয়া তার রচিত فِى الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارِ (ফিল আহা-দীসিল মুখতা-র) নামক গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে উভয় সূত্রেই ২/২৩৪ পৃঃ রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ হাদীসটি ভালো তার একটি সানাদ হাসান স্তরের এবং তার অনেক শাহিদ বর্ণনাও রয়েছে।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: তার মধ্যে ঈমান নেই যার মধ্যে আমানাতদারী নেই। কেননা প্রকৃত মু’মিনতো সেই যাকে লোকেরা স্বীয় জান ও মালের জন্য নিরাপদ মনে করে। অতএব যে ব্যক্তি খিয়ানত করে ও যুলম করে সে প্রকৃত মু’মিন নয়। ঈমানের পূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে। আমানাতদারী বিলুপ্ত হলে ঈমানের পূর্ণতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা খারাপ চরিত্র তাকে মানুষের সম্পদ, সম্মান ও রক্ত হালাল করার দিকে ধাবিত করে। আর এ অন্যায় আচরণগুলো ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করে। ফলে তার মধ্যে স্বল্প ঈমানই অবশিষ্ট থাকে। এমনকি কখনো কখনো এ খারাপ কাজগুলো কুফরীতেও লিপ্ত করে।

“যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই” অর্থাৎ- যার সাথে কারো কোন ওয়া‘দা বা চুক্তি হয়, অতঃপর শারী‘আত কর্তৃক অনুমোদিত কোন কারণ ছাড়াই তা’ ভঙ্গ করে, তার ধর্মও অসম্পূর্ণ। এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দীন, ঈমান ও ইসলাম সমার্থবোধক। এ হাদীসে তা পৃথক করা হয়েছে কেন? কেনইবা তার প্রতিটিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে? এর জওয়াব এই যে, যদিও তার শব্দাবলী ভিন্ন কিন্তু তার অর্থ একই। কেননা আমানত ও অঙ্গীকার মূলত আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ও বান্দার হক আদায় করার মধ্যে নিহিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন এ কথা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার পর তা পূর্ণ করে না, আল্লাহর পক্ষ হতে আমানাত গ্রহণ করার পর তা’ আদায় করে না তার মধ্যে দীন ও ঈমান নেই। আর এ ওয়া‘দা ‘ও আমানাত হলো আল্লাহ কর্তৃক আদেশ ও নিষেধ পালনের বাধ্যবাধকতা।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54593

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন